সংবাদ

তারিখ 5 APR 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

www.sangbad.net/www.thedailysangbad.com

ছাত্রলীগের অপকর্মের দায় নেবে না আ'লীগ

সাংগঠনিক নেতৃত্বে থাকছেন না শেখ হাসিনা : প্রেসিডিয়ামের সিদ্ধান্ত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ছাত্রলীগের কোন অপকর্মের দায়ভার নেবে না আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এখন থেকে আর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেতা থাকছেন না। গতকাল আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর জরুরি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। দলের ধানমণ্ডি কার্যালয়ে শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সন্ধ্যা সোয়া ৬টা থেকে রাত সোয়া ৮টা পর্যন্ত চলে এ বৈঠক।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অব্যাহত দখল-পাল্টা দখল, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে গতকালের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ছাত্রলীগের বর্তমান নেতৃত্বে দুর্বলতা রয়েছে। তিনি বলেন, বারবার ছাত্রলীগের বিভিন্ন অপকর্ম বন্ধের জন্য নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও তারা তা মানছে না। এ ব্যাপারে শেখ হাসিনা বৈঠকে আলোচনার আহ্বান জানান।

বৈঠকে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত নূহ আলম লেনিন এ সময় বলেন, সারাদেশে ছাত্রলীগের হল দখলসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে দেশে ও বিদেশে দলের ভাবমূর্তির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ছাত্রলীগের এ ধরনের অব্যাহত অপকর্মের জন্য জনগণের বিশাল ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় আসা বর্তমান সরকার ও দলের ক্লিন ইমেজের চরম ক্ষতি হচ্ছে। তিনি বৈঠকে বলেন, দল ও সরকারের ভাবমূর্তি টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই ছাত্রলীগের কোন অপকর্মের দায়ভার আওয়ামী লীগ নিতে পারে না। বৈঠকে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন দফা, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা হয়।

জানা গেছে, বৈঠকে নেতাদের অনেকেই নূহ আলম লেনিনের এ বক্তব্যে সমর্থন করেন। পরে শেখ হাসিনাও এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করেন। পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে দুই গ্রুপের সংঘর্ষের প্রসঙ্গও আলোচনায় আ'লীগ : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৭

আ'লীগ : দায় নেবে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আসে। ছাত্রলীগের ক্রমাগত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী ফোরাম সভাপতিমণ্ডলীর প্রতিটি সদস্য গতকাল বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) বিধান মেনে ছাত্রলীগকে অঙ্গ-সংগঠন থেকে বাদ দেয়ার পক্ষে জোরালো বক্তব্য দেন। শেখ হাসিনাও তাদের বক্তব্য সমর্থন করেন এবং এ ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বৈঠকে একাধিক নেতা প্রশ্ন তোলেন এখন থেকে ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন হিসেবে থাকবে এবং স্বাধীনভাবে তারা তাদের কর্মকাণ্ড চালাবে। এ সময় প্রশ্ন ওঠে তাহলে তারা অপকর্ম করলে তাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ তো আর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিতে পারবে না, সেই ক্ষেত্রে ছাত্রলীগের অপকর্ম ঠেকানো হবে কিভাবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ছাত্রলীগসহ যেই হোক সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, হল দখল, টেন্ডারবাজিসহ কোন অপকর্মে লিপ্ত হলে তাদের তাৎক্ষণিক গ্রেফতার করে ফৌজদারি আইনে মামলা নেয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, কোথাও কোন ছাত্রলীগের নেতাকর্মী গ্রেফতারের পর কোন নেতা যদি সুপারিশ বা তার পক্ষে প্রশাসনের ওপর কোন প্রভাব খাটাতে চেষ্টা করেন তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, যে এলাকায় ছাত্রলীগ বা অন্য কেউ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করবে তাদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে থানা-শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে। অবিলম্বে এসব আদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জারি করা হবে বলেও প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে জানান।

বৈঠক শেষে দলের মুখপাত্র ও এলজিআরডি মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, বৈঠকে ছাত্রলীগসহ সব সংগঠনের ছাত্র নামধারীদের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে আরপিও মেনে ছাত্রলীগকে অঙ্গ-সংগঠন থেকে বাদ ও ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার নাম তাদের ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র থেকে বাদ দেয়া হবে। এখন থেকে শেখ হাসিনা আর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেতা থাকছেন না।

তিনি বলেন, বৈঠক মনে করে ছাত্রলীগের বর্তমান কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে দুর্বলতা রয়েছে। ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত করা হবে কি না- এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটা এখন ছাত্রলীগই সিদ্ধান্ত নেবে।

সৈয়দ আশরাফ বলেন, বৈঠকে দেশে দ্রব্যমূল্য কমায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। তবে তারা এখনই পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন। দ্রব্যমূল্য আরও কমানোর জন্য সরকার আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সৈয়দ আশরাফ বলেন, নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেয়া সময় অনুযায়ী দলের কাউন্সিল করে গঠনতন্ত্র সংশোধন ও সংযোজন করে জমা দেবে আওয়ামী লীগ। কৃষকের স্বার্থে সার ও কীটনাশকের দাম আরও কমানো হবে বলেও বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।